বিরল। ভক্তির বিশেষণরূপ "কেবলয়া" পদটি উল্লেখের দ্বারা তপস্যা প্রভৃতি সাধনান্তরের অপেক্ষা করেন না—ইহাই সূচিত হইয়াছে। "বাসুদেবপরায়ণাঃ" এই পদটি অধিকারী বিশেষণ নহে, কিন্তু অন্য সাধারণ জনের ভক্তিমার্গে অবিশ্বাস জন্য তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য শ্রেষ্ঠ বাসুদেবপরায়ণ যাঁহারা, তাঁহাদিগেরই অন্যনিরপেক্ষাভক্তিতে প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। এইজন্য "বাসুদেবপরায়ণাঃ" পদটী অনুবাদ মাত্র। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা।

এই শ্লোকে "ভাস্কর" এই পদটির উল্লেখ করিয়া ইহারই সূচনা করিলেন যে—সূর্য্য যেমন কেবল নিজ রশ্মিদ্বারা স্বভাবতই কুজ্ঝটিকাসমূহকে নিঃশেষ-রূপে বিনাশ করিয়া থাকে, সেই কুজ্ঝটিকা বিনাশে কোন প্রযত্ন লইতে হয় না; তেমনি বাসুদেবপরায়ণ জনগণও অন্য নিরপেক্ষা ভক্তির প্রভাবে নিখিল পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকে—ইহাই বুঝিতে হইবে। আরও বলিতেছেন—"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ। যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎ-পুরুষনিষেবয়া"। ৬।১।১৬। হে রাজন! পাপীয়ান্ জন তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা তেমন পবিত্র হয় না, শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত প্রাণ ভক্তজন ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা যেমন বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ১২৭। এই শ্লোকের স্বামীপাদকৃত টীকায় যিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি যেমন পবিত্রতা লাভ করেন, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা তেমন বিশুদ্ধ হইতে পারেন না"। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের পূর্ব্বে "প্রায়শ্চিত্ত বিমর্ষণম্"—এই শ্লোকে জ্ঞানকেও পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইজন্যই টীকাতে "এতচ্চ জ্ঞানমার্গাদপিশ্রেষ্ঠং"—এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলে—

ততো গতো ব্রহ্ম গিরোপহূত ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ।
পাপস্তু দিগ্দেবতয়া হতৌজা স্তং নাভ্যভূদবিতং বিষ্ণুপত্ন্যা॥ ৬।১৩।১৭

এই শ্লোকে শ্রীহরিধ্যানে বৃত্রাসুরবধজনিতপাপ নিবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও যে ব্রহ্মর্ষিগণ অশ্বমেধ যাগ করাইয়াছিলেন, ইহা কেবল সাধারণ-লোকে প্রসিদ্ধ পাপের নিবৃত্তির জন্যই বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যান দ্বারা যে পাপ নিবৃত্তি হইল, তাহা সাধারণের গোচর নহে। তাহাদিগের বোধের জন্যই পুনর্ব্বার অশ্বমেধ যাগ করাইলেন। পুনর্ব্বার আর একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে—অসুরদেহ প্রাপ্তিকালেও পরম ভাগবত শ্রীমান্ বৃত্রের ভগবানে প্রেমের আবির্ভাব জন্য তাহার হত্যাজনিত অপরাধ কেমন করিয়া ভগবদারাধনের দ্বারা নিবৃত্তি হইতে